



76413 - বয়িৰে খোতবা পড়াকাল সূৰা ফাতহি পড়া

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একজন যুবক মানুষ; বয়ি করতে যাচ্ছি। আমি যে দেশে বয়ি আকদ করতে যাচ্ছি সে দেশে তারা ‘ফাতহি পড়া’ নামক একটি বিষয় করে থাকে। আমাদের দেশে যখন কোন পুরুষ বয়ি করতে যায় তখন তারা সূরা ফাতহি পড়ে। এ উদ্দেশ্যে তারা বররে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে, তাদের জন্য মিষ্টিটান্ন ও পানীয় পশে করে। এভাবে ফাতহি পড়া কিসুনত? যদি সুনত হয় তাহলে এটা করা দ্বারা কী আরোপতি হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

বয়িৰে আকদকালে কথিবা প্রস্তাবকালে সূরা ফাতহি পড়া সুনহ নয়; বরং এটি বদিআত। কুরআনৰে বশিষে কোন অংশ দিয়ে বশিষে কোন আমল করা দললি ছাড়া জায়যে নয়।

আবু শামা আল-মাকদসি ‘আল-বায়সি আল ইনকারলি বদি ও হাওয়াদসি’ গ্রন্থে (১৬৫) বলেন: কোন ইবাদতকে বশিষে কোন সময়ৰে জন্য খাস করা—শরয়িত যা করেনি— অনুচতি। কারণ বান্দার এ ধরণে খাস করার অধিকার নহে। বরং সটো শরয়িতপ্রণতোর অধিকার।[সমাপ্ত]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগণকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: পুরুষ কর্তৃক নারীকে বয়িৰে প্রস্তাব দয়োকালে সূরা ফাতহি পড়া কী বদিআত?

জবাবে তাঁরা বলেন: পুরুষ কর্তৃক কোন নারীকে বয়িৰে প্রস্তাব দয়োকালে কথিবা বয়িৰে আকদ কালে সূরা ফাতহি পড়া বদিআত।[সমাপ্ত]

এভাবে সূরা ফাতহি পড়ার প্রকেষতি বয়িৰে আকদ সংক্রান্ত কোন বধিান আরোপতি হয় না। কারণ সূরা ফাতহি পড়ার মান এ নয় যে, বয়িৰে আকদ সম্পন্ন হয়েছে। বরং ধর্তব্য হব— অভভিবক ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইজাব (বয়িৰে প্রস্তাবনা) ও কবুল (গ্রহণ)।

সুনহ হচ্চে- বয়িৰে খোতবার সময় ‘খোতবাতুল হাজাহ’ পড়া।

আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়রে ক্বতেরে ও অন্যান্য ক্বতেরে আমাদেরকে ‘খোতবাতুল হাজাহ’ (প্রয়োজন পূরণের খোতবা বা বক্তৃতা) শখিতেন: ‘ইন্না লহামদা লল্লাহ, নাসতায়নিহু, ওয়া নাসতাগফরিহু, ওয়া নাউজুবহি মনি শুরুর আনফুসনি, মান ইয়াহদহিল্লাহু ফালা মুদলিল্লাহ, ওয়া মান ইউদললি ফালা হাদিয়া লাহ, ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।’ (অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই। তাঁর কাছে ক্বমা প্রার্থনা করি। আমাদের আত্মার অনিষ্ট থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হদায়তে দনে তাকে পথভ্রষ্ট করার কডে নই। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হদায়তে দায়ের কডে নই। আমি সাক্ষ্য দচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই। আমি আরও সাক্ষ্য দচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(অর্থ- হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর; যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নজি নজি হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা নসি, আয়াত: ০১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(অর্থ- হে মুমনিগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিত্রাণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না” [সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১০২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

(অর্থ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্বমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১]

[সুনানে আবু দাউদ (২১১৮), আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করেছেন]

লোকেরা এ সুননতকে বাদ দিয়ে বদিআতকে আঁকড়ে ধরেছে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন মুসলমানদেরকে তাদের আসল দ্বীনকে উত্তমরূপে ফরিয়ে আনেন।



আল্লাহই ভাল জানেন।